শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন ২০১২

The Protection of Children from Sexual Offeces Act, 2012

বাল্য বিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

সংক্রান্ত

# প্রায়শঃই জিজ্ঞাস্য প্রশ্নাবলী ও তার উত্তর

सत्यमेव जयते

WEST BENGAL JUDICIAL ACADEMY

unicef

# শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন, ২০১২

# The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

# প্রেক্ষাপট

শিশুদের সমস্ত প্রকার যৌননিগ্রহ, আক্রমণ, আঘাত, হয়রানি এবং কামোদ্দীপক অশ্লীল (পর্ণোগ্রাফি) প্রদর্শন থেকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের এক বিশেষ আদালতের মাধ্যমে বিচারের জন্য এই আইন প্রবর্তিত হয়েছে। উক্ত আইনটি ভারতের রাষ্ট্রপতির অনুমোদন পেয়েছে গত ১৯শে জুন, ২০১২।

ভারতের সংবিধানের ১৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শিশুদের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নেবে। এছাড়া গত ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৯২-এ ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্ধারিত 'শিশুদের অধিকার সনদ'টি মেনে নেওয়ায় ঐ সনদে শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থরক্ষার্থে যে মূল্যমান দেওয়া হয়েছে তা মেনে নিতে দায়বদ্ধ। এছাড়া শিশুটির পূর্ণ বিকাশের জন্য তাঁর ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়তার অধিকার সকলকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং শিশুটির বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রত্যেকেই যেন শিশুটিকে শ্রদ্ধা করে এটা দেখতে হবে। সর্বোপরি শিশুটির সর্বোচ্চ স্বার্থর বিষয়টি খেয়াল রাখতে হবে এবং শিশুটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা - দৈহিক, আবেগজনিত, বুদ্ধিগত এবং সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এবং শিশুটির প্রতিটি স্তরে যা করলে সর্বোচ্চ ভালো হয় সেদিকে নজর রাখাই হল প্রধান কাজ।

এছাড়া সংবিধানের ৩৯ অনুচ্ছেদ অনুযায়ী রাজ্য এমন কিছু কর্মপন্থা চালু করবে যাতে শিশুদের সুকুমার বয়সের অপপ্রয়োগ করা যেন না হয়। এছাড়া ঐ অনুচ্ছেদে আরো বলা হয়েছে যে স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি, আত্মসম্মান এবং স্বাধীনতার বার্তা দিতে শিশুদের উন্নয়নের জন্য তাদের সুযোগসমূহ ও সুবিধাসমূহ প্রদান করতে হবে।

উপরোক্ত বিষয়গুলি সামনে রেখে সর্বোপরি শিশুদের নিরাপত্তা, সুরক্ষা, বিশেষতঃ যৌন নিগ্রহ ও হয়রানি থেকে মুক্ত করার উদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট আইনটি প্রণয়ন করা হয়েছে।

# শিশুদের সুরক্ষা প্রদানে ভারতীয় সংবিধানের ভূমিকা

শিশুদের সুরক্ষা ও সার্বিক উন্নয়নের জন্য সংবিধানের বিভিন্ন অনুচ্ছেদে বিশেষ বিশেষ বিধান ব্যবস্থা করেছে। সেগুলি হল ঃ-

১) প্রস্তাবনায় বলা হয়েছে - সংবিধানের প্রস্তাবনায় নাগরিকের জন্য, বিচার, স্বাধীনতা, সমতা, ভ্রাতৃত্ববোধের কথা বলা হয়েছে। সকল নাগরিকের মধ্যে শিশুরাও অন্তর্ভুক্ত।

২) ১৪ অনুচ্ছেদ - আইনের দৃষ্টিতে সকলেই সমান বলতে শিশুরাও 'সকলে'র মধ্যে পড়ে।

৩) ১৫(৩) অনুচ্ছেদে শিশুদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য রাজ্যকে বলা হয়েছে।

৪) ২১ক অনুচ্ছেদে - ছয় হতে চৌদ্দ বৎসর বয়স পর্যন্ত সকল শিশুদের জন্য বিনা খরচায় আবশ্যিক শিক্ষাদানের কথা বলা হয়েছে।

৫) ২৩ অনুচ্ছেদে মানুষ ক্রয় বিক্রয় এবং বলপূর্বক শ্রম করিয়ে নেওয়ার বিষয়টিকে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। এই 'মানুষ' এর মধ্যে শিশুরাও পড়ে।

৬) ২৪ অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে ১৪ বৎসর বয়সের নীচে কোন শিশুকে কোন শিল্প অথবা খনি অথবা অপর বিপজ্জনক কাজে নিয়োগ করা যাবে না।

৭) ৩৯(ঙ) ৩৯(চ) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে রাজ্য এমন কিছু কর্মপদ্ধতি চালু করবেন যাতে শিশুদের সুকুমার বয়সের অপপ্রয়োগ করা যেন না হয়। এছাড়া স্বাস্থ্যকর পদ্ধতি এবং আত্মসম্মান এবং স্বাধীনতার শর্তাদিতে শিশুদের উন্নয়নের জন্য তাদের সুযোগ ও সুবিধা সমূহ প্রদান করতে হবে।

৮) ৪১, ৪২, ৪৫, ৪৭ অনুচ্ছেদে রাজ্য পরিচালনার নির্দেশাত্মক নীতিসমূহের মধ্যে বিধিই নির্দেশ রয়েছে সব শিশুদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

৯) ৫১(ক) (ট) অনুচ্ছেদে মৌলিক কর্তব্যসমূহে বলা হয়েছে যিনি একমাত্র পিতামাতা / অভিভাবক, তিনি তাঁর শিশুর সুযোগসমূহ প্রদান করবেন বিশেষতঃ ৬ - ১৪ বৎসরের মধ্যে।

# শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন, ২০১২

## The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

### ১ম পর্যায় / 1st Part

সাম্প্রতিক কালে শিশু ও নারীদের প্রতি যৌন নিগ্রহ ও আক্রমণ অত্যাচারে হয়রানি বেড়েই চলেছে। সংবাদপত্র, বেতার, দূরদর্শন সহ বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে তা দেখানো হচ্ছে। সমস্ত বিষয়টিকে যথাযথভাবে নিয়ন্ত্রণের জন্য ভারত সরকারের আইন ও বিচার মন্ত্রক (বিধি বিভাগ) একটি নূতন আইন প্রবর্তন করেছেন যার নাম হল 'দ্য প্রোটেকশন অফ চিলড্রেন ফ্রম সেক্সুয়াল অফেন্সসেস অ্যাক্ট, ২০১২ বা 'শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন, ২০১২', প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে এই আইনটি একটু দেখে নেবো।

১। **উক্ত আইনটি কবে থেকে কার্যকরী হয়?**

উঃ ১৪.১১.২০১২

২। **উক্ত আইনটি কোথায় কার্যকরী?**

উঃ জম্মু ও কাশ্মীর ছাড়া সমগ্র ভারতে। (১ ধারা)

৩। **উক্ত আইনের মূল ভাবনাটি কী?**

উঃ শিশুদের সমস্ত প্রকার যৌননিগ্রহ, আক্রমণ, আঘাত, হয়রানি এবং কামোদ্দীপক অশ্লীল ছবি (পর্ণোগ্রাফি) প্রদর্শন থেকে সুরক্ষা প্রদানের উদ্দেশ্যে এবং তাঁদের এক বিশেষ আদালতের মাধ্যমে বিচারের জন্য এই আইন প্রবর্তিত হয়েছে।

৪। **এই নূতন আইন প্রণয়নের বিষয়টি কি সংবিধান অনুমোদিত?**

উঃ হ্যাঁ। সংবিধানের ১৫(৩) অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে শিশুদের সুরক্ষার জন্য রাষ্ট্র বিশেষ ব্যবস্থা নেবে।

৫। **এই নূতন আইন প্রবর্তনের ব্যাপারে ভারত সরকার কি রাষ্ট্রসংঘের কাছে দায়বদ্ধ?**

উঃ গত ১১ই ডিসেম্বর ১৯৯২ এ ভারত সরকার রাষ্ট্রসংঘ দ্বারা নির্ধারিত 'শিশুদের অধিকার সনদ'টি মেনে নেওয়ায় ঐ সনদে শিশুদের সর্বোচ্চ স্বার্থ রক্ষার্থে যে মূল্যমান দেওয়া হয়েছে, তা মেনে নিতে দায়বদ্ধ।

৬। **শিশুটির 'সর্বোচ্চ স্বার্থ' বলতে কি বোঝায়?**

উঃ শিশুটির বিভিন্ন ক্ষেত্রে যথা - দৈহিক, আবেগজনিত, বুদ্ধিগত, সামাজিক বিকাশের ক্ষেত্রে এবং শৈশবের প্রতিটি স্তরে যা করলে সর্বোচ্চ ভালো হয় সেদিকে নজর রাখাই হল প্রধান কাজ।

৭। **শিশুটির পূর্ণ বিকাশের জন্য আর কি করতে হবে?**

উঃ তাঁর ব্যক্তিগত এবং গোপনীয়তার অধিকার সকলকে সুরক্ষিত করতে হবে এবং শিশুটির বিচার প্রক্রিয়া চলাকালীন প্রত্যেকেই যেন শিশুটিকে শ্রদ্ধা করে।

৮। **এই আইনটি ভালোভাবে বুঝতে গেলে আর কোন্ কোন্ আইন সম্বন্ধে ধারণা থাকা প্রয়োজন?**

উঃ ফৌজদারী কার্যপ্রক্রিয়া, ১৯৭৩ (Criminal Procedure Code, 1973) এর মাধ্যমে ফৌজদারী আদালত তথা পুলিশের তদন্তকার্য, ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা ইত্যাদি পরিচালিত হয়।

কিশোর ন্যায় বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন, ২০১৫ [The Juvenile Justice (Care & Protection of Children) Act, 2015] এর মাধ্যমে ১৮ বছরের অনুর্দ্ধ যে কোন শিশু / কিশোর কোন অপরাধ করলে, সংশ্লিষ্ট আইনে তার বিচার হয়।

তথ্য প্রযুক্তি আইন , ১৮৭২ (The Indian Evidence Act, 1872) এর মাধ্যমে সাক্ষ্য দেবার সময়ে কোন সাক্ষ্যতে যদি তথ্য প্রযুক্তি ব্যবহার হয়ে থাকে, তবে উক্ত আইন দ্বারা সেই সাক্ষ্য গৃহীত হবে।

৯। **এই আইনে 'ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ' (Penetrative Sexual Assault) বলতে কি বোঝায়?**

উঃ কোন ব্যক্তি 'ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ' (Penetrative Sexual Assault) করেছে বলা হবে যদি ঃ-

(ক) তিনি তাঁর পুরুষ লিঙ্গটি (Penis) কোন শিশুর যৌনপথে (Vagina), মুখে (Mouth), পায়ুদ্বারে (Anus)

বা মূত্রনালিতে (Urethra) প্রবেশ করান অথবা শিশুটিকে তাঁর সঙ্গে সেরূপ করান বা অন্য কোন লোকের সঙ্গে করান, অথবা

(খ) লিঙ্গ (Penis) নয় কিন্তু অন্য কোন বস্তু বা দেহের অন্য কোন অংশ শিশুটির যৌনপথে (Vagina), মূত্রনালিতে (Urethra), পায়ুদ্বারে (Anus) প্রবেশ করান বা শিশুটিকে এরূপ করান বা অন্য কোন লোকের সঙ্গে করান অথবা

(গ) তিনি সুকৌশলে শিশুটির দেহের কোন অঙ্গ এমনভাবে নাড়াচাড়া করেন যাতে তা যৌনপথে (Vagina), মূত্রনালিতে (Urethra), পায়ুদ্বারে (Anus) ভেদনক্ষম হয় বা প্রবেশ করে অথবা শিশুটিকে ঐরূপ করান বা অন্য কোন লোকের সাথে করান অথবা

(ঘ) তিনি তাঁর মুখটি (Mouth) শিশুটির লিঙ্গে (Penis), যৌনপথে (Vagina), পায়ুদ্বারে (Anus), মূত্রনালিতে (Urethra) রাখেন বা শিশুটিকে তাঁর সঙ্গে সেরূপ করান বা অন্য কোন লোকের সঙ্গে করান।

উক্ত বিষয়গুলিকে **'পেনিট্রেটিভ সেক্স্যুয়াল অ্যাসল্ট'** বলা হয়।(৩ ধারা)

**১০। 'ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণে'র শাস্তি কি?**

উঃ কমপক্ষে সাত বছর কারাদন্ড যা বেড়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা হতে পারে।(৪ ধারা)

**১১। এই আইনে 'তীব্রতর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমন' (Aggravated Penetrative Sexual Assault) বলতে কি বোঝায়?**

উঃ (ক) যদি কোন পুলিশ আধিকারিক নিম্নোক্ত পরিস্থিতিতে কোন শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে থাকে -

১) তাঁর পুলিশ ষ্টেশনের / থানার মধ্যে বা ঐ চত্বরে যেখানে তিনি নিয়োগ হয়েছেন।

২) তাঁর থানা এলাকার মধ্যে যে কোন স্থানে যেখানে তিনি নিয়োগ হয়েছেন।

৩) তাঁর কার্য চলাকালীন বা অন্যভাবে।

৪) যেখানে লোকে তাঁকে পুলিশ আধিকারিক রূপে জানে বা চেনে সেইখানে।

(খ) যদি কোন নিরাপত্তা বা সেনা বিভাগের কোন সদস্য কোন শিশুর সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে থাকে -

১) তাঁর কাজের এলাকার মধ্যে।

২) যেখানে পর্যন্ত তাঁর ক্ষমতা বলবৎযুক্ত সেইস্থানে।

৩) তাঁর কার্য চলাকালীন বা অন্যভাবে।

৪) যেখানে লোকে তাঁকে সামরিক বা সেনা বিভাগের সদস্যরূপে জানে বা চেনে সেইস্থানে।

(গ) যে কোন সরকারী কর্মচারী যিনি শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম আক্রমণ করেন।

(ঘ) সংশোধনাগারের সাথে যুক্ত কোন কর্মী বা পরিচালনের সাথে যুক্ত কোন কর্মী, বিভিন্ন হোমের সাথে যুক্ত কর্মী যেখানে শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষার জন্য আইনের নির্দেশ রাখা হয়েছে, তিনি যদি সেই সমস্ত স্থানে থাকা শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন।

(ঙ) সরকারী বা বেসরকারী হাসপাতালের কোন সাধারণ বা পরিচালনার সাথে যুক্ত কোন কর্মী শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে।

(চ) শিক্ষা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের কোন সাধারণ বা পরিচালনার সাথে যুক্ত কোন কর্মী শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন।

(ছ) যে কেহ / যাঁরা শিশুটির সঙ্গে বারংবার / একযোগে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে।

(জ) যে কোন মারাত্মক অস্ত্র, আগুন, দাহ্য বস্তু বা হানিকরদ্রব্য সামনে রেখে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে বা

(ঝ) যে কেহ শিশুটিকে মারাত্মক ধরনের আঘাত করে দেহের ক্ষতি সাধন করে, শিশুটির যৌন অঙ্গে আঘাত এনে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে বা

(ঞ) যে কেহ এমন একটি শিশুর সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে যাতে শিশুটি দৈহিকভাবে অক্ষম হয়ে যায় বা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে বা শিশুটির এমন ক্ষতি হয় যাতে স্বাভাবিক কার্যক্রম স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে বন্ধ হয়ে যায়, বা

ট) মহিলা শিশুর ক্ষেত্রে এই যৌন আক্রমণের ফলে গর্ভবতী হয়ে পড়ে, বা

ঠ) এই যৌন আক্রমণের ফলে শিশুটির HIV বা অন্য কোন জীবন ধ্বংসকারী রোগের শিকার হয় যাতে সে স্থায়ী বা অস্থায়ীভাবে দৈহিক কার্যক্রম করতে পারেনা বা মানসিকভাবে অসুস্থ হয়ে পড়ে, বা

ড) যে কেহ শিশুটির দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধকতার সুযোগ নিয়ে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে, বা

ঢ) যে কেহ শিশুটির সঙ্গে একের বেশী বা বারংবার ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে, বা

ণ) যে কেহ ১২ বছরের কম শিশুর সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করে, বা

ত) যে কেহ শিশুটির রক্তসূত্রে, বিবাহসূত্রে, অভিভাবক হিসাবে, দত্তক গ্রহণের মাধ্যমে, গর্ভস্থসম্পর্ক সূত্রে শিশুটির আত্মীয় হন এবং একই বাড়ীতে বসবাস করার সুযোগে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন, বা

থ) যে কেহ কোন প্রতিষ্ঠানের মালিক বা পরিচালন কর্মী হিসাবে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন, বা

দ) যে কেহ কোন প্রতিষ্ঠানের বা হোমের বিশ্বাসভাজন বা কর্তৃত্ব জনক স্থানে থেকে শিশুটির সঙ্গে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন,

ধ) কোন শিশু গর্ভবতী আছে জেনেও শিশুটির সাথে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন

ন) যে কেহ শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন এবং শিশুটিকে হত্যা করার প্রয়াস নেন, বা

প) যে কোন জাতিগত বা সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সুযোগে শিশুটির সাথে ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেন বা

ফ) যে কেহ এই আইনে একবার সাজা পেয়েছেন বা অন্য কোন আইনে যৌন অপরাধের জন্য সাজা পেয়েছেন এবং শিশুটির উপর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেছেন, বা

ব) যে কেহ শিশুটির উপর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ করেছেন এবং তাকে উলঙ্গ অবস্থায় জনসাধারণের কাছে প্রদর্শন করান।

উপরোক্ত সকলেই 'তীব্রতর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ' (Aggravated Penetrative Sexual Assault) করেন।(৫ ধারা)

১২। 'তীব্রতর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণের' শাস্তি কতখানি ?

উঃ কমপক্ষে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড যা বেড়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা হতে পারে। (৬ ধারা)

১৩। 'যৌন আক্রমণ' (Sexual Assault) বলতে কি বোঝায় ?

উঃ যে কেহ যৌনলিপ্সা চরিতার্থে কোন শিশুর যোনিপথে, লিঙ্গ, পায়ুদ্বারে, বক্ষ স্পর্শ করে বা শিশুটিকে দিয়ে তাঁর যোনিপথে, লিঙ্গ, পায়ুদ্বারে, বক্ষ স্পর্শ করান বা অন্য কোন ব্যক্তির উপর করান বা যৌন লিপ্সা চরিতার্থে অন্য কোন শারীরিক স্পর্শ করান কিন্তু যা কোনভাবেই ভেদনক্ষম নয়, তাকে যৌন আক্রমন বলে। (৭ ধারা)

১৪। যৌন আক্রমনের শাস্তি কিরূপ ?

উঃ কমপক্ষে তিনবছর কারাদন্ড যা বেড়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে তৎসহ জরিমানা। (৮ ধারা)

১৫। 'তীব্রতর যৌন আক্রমণ' (Aggravated Sexual Assault) বলতে কি বোঝায় ?

উঃ এই আইনের ৫ ধারায় যা বলা হয়েছে অর্থাৎ ১১ নং প্রশ্নের উত্তরে যা পূর্বে উল্লিখিত হয়েছে, সেখানে 'ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ' কথাটির জায়গায় শুধু 'যৌন আক্রমণ' পড়তে হবে। তাহলেই সেই সমস্ত আধিকারিকরা / ব্যক্তিরা যা যা করেছেন তা শিশুটির প্রতি 'তীব্রতর যৌন আক্রমন' এর পর্যায়ে পড়বে। (৯ ধারা)

১৬। 'তীব্রতর যৌন আক্রমণের' (Aggravated Sexual Assault) শাস্তি কি ?

উঃ কমপক্ষে পাঁচ বছরের কারাদন্ড যা বেড়ে সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে তৎসহ জরিমানা। (১০ ধারা)

১৭। যৌন হয়রানি (Sexual Harassment) কাকে বলে ?

উঃ কোন শিশুর প্রতি কেউ যৌন হয়রানি করেছে তখন বলা হবে যখন যৌন উদ্দেশ্যে ঃ-

১) কোন অক্ষর উচ্চারণ করে, শব্দ করতে, কোন অঙ্গভঙ্গী করে, শরীরের কোন অঙ্গ প্রদর্শন করে যাতে করে সেই শব্দ / অক্ষর, অঙ্গভঙ্গী, দেহের অংশটি সেই শিশুটি দেখতে পায় বা শুনতে পায়, বা

২) শিশুটিকে দেহের কোন অংশ বা সম্পূর্ণ দেহটি দেখান হয়, বা

৩) কামোদ্দীপক অশ্লীল উদ্দেশ্যে কোন ছবি বা কোন মাধ্যমের মারফৎ শিশুটিকে কিছু দেখান হয়, বা

৪) শিশুটিকে একনাগাড়ে বারংবার অনুসরণ, লক্ষ্য করা বা স্পর্শ করা, সরাসরি বা অন্য কোন বৈদ্যুতিন মাধ্যমের সাহায্যে, বা

৫) শিশুটির দেহের কোন অংশ অথবা শিশুটি কোন যৌন কাজের সাথে যুক্ত এই বিষয়টি কোন মাধ্যমের সাহায্যে, ছবির দ্বারা, বৈদ্যুতিন মাধ্যমের দ্বারা দেখানো হয় ভয় সঞ্চারের জন্য, বা

৬) শিশুটিকে উত্তেজিত করা হয় কামোদ্দীপক অশ্লীল উদ্দেশ্যে বিনোদন চরিতার্থ করার জন্য। (১১ ধারা)

**১৮। যৌন হয়রানির শাস্তি কি?**

উঃ সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড ও জরিমানা। (১২ ধারা)

**১৯। কোন শিশুকে কামোদ্দীপক অশ্লীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা বলতে কি বোঝায়?**

উঃ যদি কোন শিশুকে কোন মাধ্যমে ব্যবহার করা হয় যৌন নিবেদন চরিতার্থের উদ্দেশ্যে যার মধ্যে পড়েঃ-

১) শিশুদের যৌন অঙ্গের প্রদর্শন।

২) শিশুটিকে বাস্তব বা কৃত্তিমভাবে যৌন কর্মে ব্যবহার করা হচ্ছে তা ভেদনক্ষম হতে পারে, নাও হতে পারে।

৩) শিশুটিকে অসভ্যভাবে প্রদর্শন।

এখানে মাধ্যম বলতে কোন কর্মসূচী বা বিজ্ঞাপন যা কিনা দূরদর্শনের চ্যানেলে বা ইন্টারনেটে বা কোন বৈদ্যুতিন মাধ্যম কম্পিউটার, কাগজে প্রকাশিত বা প্রদর্শিত হচ্ছে, তা ব্যক্তিগত ব্যবহারের জন্য বা বিলি করার জন্য বা প্রযুক্তির কোন বিভাগে ব্যবহৃত হবার জন্য। (১৩ ধারা)

**২০। উক্ত অপরাধের শাস্তি কিরূপ?**

উঃ সর্বোচ্চ পাঁচ বছর কারাদন্ড এবং জরিমানা। অপরাধী যদি দ্বিতীয়বার সাজা পায়, সেক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সাত বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং জরিমানা। (১৪ ধারা)

২১। যদি কোন ব্যক্তি অশ্লীল উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত শিশুটির কোন ছবি / কাগজপত্র বাণিজ্যিক কারণে জড়ো করে রাখে সেক্ষেত্রে শাস্তির প্রকৃতি কিরূপ হবে?

উঃ সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং জরিমানা। (১৫ ধারা)

২২। কোন অপরাধের প্রোৎসাহন (Abetment) বলতে কি বোঝায়?

উঃ 'প্রোৎসাহন' বলতে বোঝায় কোন কুকর্মে / খারাপ কাজ করতে উৎসাহ দেওয়া। কোন কোন ক্ষেত্রে তা করবার জন্য একের অধিক মানুষ এক স্থানে বসে, মিলিত হয়ে চিন্তা-ভাবনা করে কোন মন্দ পরিকল্পনা / ষড়যন্ত্র করে কিছু মন্দ / খারাপ / বিধি বর্হিভূত কাজ করার জন্য অপরকে প্ররোচনা দেয়।

২৩। প্রোৎসাহদানের জন্য শাস্তি (Punishment for Abetment) কিরূপ?

উঃ প্রোৎসাহদানের জন্য কেউ অপরাধটি সংঘটিত করে তবে অপরাধটির যা শাস্তি, প্রোৎসাহদানের জন্য সেই শাস্তি বহাল থাকবে। (১৭ ধারা)

২৪। এই আইনে কোন অপরাধ সম্পাদনেরপ্রচেষ্টা করলে কিরূপ শাস্তি হবে?

উঃ উক্ত অপরাধটি সংঘটিত হলে যে শাস্তি ধার্য হত এক্ষেত্রে তার অর্ধেক শাস্তি বহাল হবে। (১৮ ধারা)

২৫। শিশুদের উপর যৌন অপরাধ সংক্রান্ত ঘটনা কোথায় জানানো হবে?

উঃ স্পেশ্যাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটে (Special Juvenile Police Unit) বা স্থানীয় থানাতে। (১৯ ধারা) বর্তমানে প্রতিটি জেলাতে এই ধরনের একটি ইউনিট রয়েছে এবং ঐ জেলায় উপ পুলিশ অধিক্ষক (Deputy S.P.) ঐ ইউনিটের নোডাল আধিকারিক।

২৬। থানা ঘটনাটি জেনে কি করবে?

উঃ থানা / পুলিশ ঘটনাটি লিখিতভাবে লিপিবদ্ধ করে একটা ক্রমিক সংখ্যা দেবে। যিনি তা বলেছেন তাকে বিষয়টি পড়ে শোনাবেন এবং বিষয়টি একটি বই যা থানায় রয়েছে সেখানে তুলবেন। ১৯(২) ধারা

**২৭। যদি বক্তব্যটি শিশু নিজেই এসে থানায় বলে তবে কি হবে?**

উঃ শিশুটির বক্তব্য লিপিবদ্ধ হবে এবং তা সহজ ভাষায় তাকে পড়ে শোনানো হবে যাতে সে বুঝতে পারে। ১৯(৩) ধারা

**২৮। 'শিশু' বলতে এই আইন কত বছর পর্যন্ত ধার্য হয়েছে?**

উঃ ১৮ বছর না হওয়া পর্যন্ত। ২(ঘ) ধারা

**২৯। শিশুটির বক্তব্য লিপিবদ্ধ করার পরে স্থানীয় থানার কর্তব্য কি?**

উঃ বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট বা স্থানীয় থানা যদি মনে করেন শিশুটির উপর উক্ত আইনে অপরাধ সংঘটিত হয়েছে এবং শিশুটির যত্ন এবং সুরক্ষার প্রয়োজন আছে তাহলে সে সমস্ত কারণ লিপিবদ্ধ করে তৎক্ষণাৎ / ২৪ ঘন্টার মধ্যে শিশুটিকে কোন শেল্টার হোমে বা নিকটবর্তী হাসপাতালে তাকে ভর্তি করাবেন। ১৯(৫) ধারা

**৩০। স্পেশ্যাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটের আর কি কর্তব্য আছে?**

উঃ বিশেষ জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট বা স্থানীয় থানা বিষয়টি লিপিবদ্ধ করার পর আর দেরী না করে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তা চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির কাছে এবং বিশেষ আদালতে তা জানাবে যাতে শিশুটির যত্ন ও সুরক্ষার ব্যবস্থা করা যায়। যেখানে বিশেষ আদালত নেই সেখানে জেলা দায়রা আদালতের কাছে তা জানাতে হবে। ১৯ (৬) ধারা

**৩১। পুলিশ ছাড়া অন্যান্য ব্যক্তি বা সংস্থার এ বিষয়ে কি কর্তব্য আছে?**

উঃ প্রচার মাধ্যম, হোটেল, হাসপাতাল, ক্লাব, স্টুডিও বা চিত্র সংগ্রাহক বা অন্য কোন ব্যক্তি যারা কোনভাবে শিশুটির উপর যে যৌন অপরাধ, যৌনলিপ্সা চরিতার্থ সাধনের বিষয়টি অবহিত আছেন তারা স্পেশ্যাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিটে বা স্থানীয় থানাতে সংশ্লিষ্ট তথ্যটি জানাবেন।(২০ ধারা)

৩২। ১৯ এবং ২০ ধারায় অপরাধ সংক্রান্ত যে সংবাদ পরিবেশনের কথা থানায় জানাতে বলা হয়েছে তা অমান্য করলে কি হবে? সংবাদ পরিবেশন বিষয়ে কী বলা আছে?

উঃ ছ মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।(২১ ধারা)

শিশুটির প্রতি উক্ত আইনে বর্ণিত কোন অপরাধের ঘটনা জানতে পারলে তা ১৯ ধারা অনুযায়ী বিশেষ ইউনিটে/ স্থানীয় থানায় জানাতে হবে। যদি শিশুটি কোন সংস্থা / শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের অধীনে থাকে, তবে যিনি পরিচালনার সাথে যুক্ত তাকে সংবাদটি পরিবেশন করতে হবে। তা না হলে তার এক বছর পর্যন্ত শাস্তি এবং জরিমানা হতে পারে। ২১(২) ধারা

৩৩। যদি কোন ব্যাক্তি এই অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ কারো নামে করে তাহলে কি হবে?

উঃ কাউকে সমাজের চোখে অপদস্থ, সম্মানহানি, অপমান করার জন্য যদি কোন ব্যক্তি এই ধরনের অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে মিথ্যা অভিযোগ করে তাহলে তার সর্বোচ্চ ছ'মাস পর্যন্ত কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হতে পারে।(২২ ধারা)

৩৪। যদি কোনো শিশু কারো বিরুদ্ধে এরূপ মিথ্যা অভিযোগ করে তাহলে কি হবে?

উঃ শিশুটির ক্ষেত্রে কোন শাস্তি প্রযোজ্য হবে না। ২২(২) ধারা

৩৫। যদি কেহ (শিশু ছাড়া অন্য কোন মানুষ) কোন শিশুর প্রতি এরূপ মিথ্যা অভিযোগ আনে তাহলে কি হবে?

উঃ তাঁর (শিশু ছাড়া অন্য কোন মানুষ) সর্বোচ্চ এক বছর কারাদন্ড বা জরিমানা বা উভয়ই হবে। ২৩(৩) ধারা

৩৬। এই আইনে উক্ত অপরাধ সংক্রান্ত বিষয়ে তথ্য পরিবেশন করার সময় প্রচার মাধ্যমের কি কি সতর্কতা পালন প্রয়োজন?

উঃ
১) সম্পূর্ণ তথ্য সঠিকভাবে না পাওয়া পর্যন্ত তা পরিবেশন করা ঠিক নয়। এমন কিছু তথ্য পরিবেশন করা উচিত নয় যা শিশুটির সম্মান হানিকর বা ব্যক্তিগত অধিকারকে ক্ষুন্ন করে।
২) শিশুটির নাম, ঠিকানা, ছবি, পারিবারিক সম্পর্ক, স্কুল, প্রতিবেশীদের নাম ইত্যাদি প্রকাশ করা উচিত নয় যাতে ছেলেটিকে চেনা যায়।

৩) অবশ্য বিশেষ আদালতের লিখিত নির্দেশ থাকলে কোন কোন ক্ষেত্রে শিশুটির স্বার্থের কথা ভেবে, কিছু বিষয় প্রকাশ করা যেতে পারে।

৪) সংবাদপত্র, প্রচার মাধ্যমের মালিক সহ প্রকাশক এ বিষয়ে সমষ্টিগতভাবে এবং পৃথক পৃথক ভাবে দায়বদ্ধ থাকবেন।

উক্ত (১) ও (২) ধারার বিষয়টি যে অগ্রাহ্য করে, তার কমপক্ষে ছ'মাসের কারাদন্ড যা সর্বোচ্চ এক বছর পর্যন্ত হতে পারে বা জরিমানা উভয়ই। (২৩ ধারা)

### ৩৭। শিশুটির জবানবন্দী কিভাবে লেখা হবে?

উঃ ১) শিশুটির বাড়িতে বা শিশুটি যেখানে থাকে সেখানে অথবা তার ইচ্ছামতন কোন স্থানে এবং যতদূর সম্ভব কোন মহিলা আধিকারিকের দ্বারা যিনি সাব ইনস্‌পেক্টর পদের নীচে হবেন না, জবানবন্দীটি লিপিবদ্ধ করানো।

২) পুলিশ আধিকারিক ঐ সময়ে যথোচিত পোষাক - ইউনিফর্ম পরে থাকবেন না।

৩) তদন্তকারী আধিকারিককে খেয়াল রাখতে হবে, তিনি যখন শিশুটিকে পরীক্ষা করবেন, তখন যেন কোন পরিস্থিতিতে শিশুটি আসামীর সম্মুখীন না হয়।

৪) কোন পরিস্থিতিতেই শিশুটিকে রাত্রিতে থানায় রাখা যাবে না।

৫) পুলিশ আধিকারিক খেয়াল রাখবেন যেন কোন ভাবেই শিশুটির পরিচয় কোন প্রচার মাধ্যম জানতে না পারে। (২৪ ধারা)

### ৩৮। ম্যাজিস্ট্রেট যখন শিশুটির জবানবন্দী নেবেন, তা কিভাবে করবেন?

উঃ ফৌজদারী কার্যবিধি ১৬৪ ধারা মতে তা করতে হবে তবে আসামীর উকিলবাবুর থাকার সেখানে প্রয়োজন নেই। ম্যাজিস্ট্রেট শিশুটিকে এবং তার অভিভাবককে / প্রতিনিধিকে ২০৭ ধারা অনুযায়ী সমস্ত কাগজপত্র দেবেন এবং শিশুটি যা বলবেন তা লিপিবদ্ধ করবেন। (২৫ ধারা)

## ৩৯। শিশুটির জবানবন্দী নেবার সময় তার কি কি বিষয়ে দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন?

উঃ ১) ম্যাজিস্ট্রেট বা পুলিশ আধিকারিক যিনিই বিষয়টি লিপিবদ্ধ করবেন তাঁকে খেয়াল রাখতে হবে তা করার সময় শিশুটির যার উপর বিশ্বাস ও আস্থা রাখেন তিনি যেন সেখানে থাকেন।

২) প্রয়োজনে কোন অনুবাদকের সাহায্য নেওয়া যায়।

৩) শিশুটি যদি দৈহিক বা মানসিক ভাবে প্রতিবন্ধী থাকেন তবে বিশেষ প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্য নেওয়া যাবে বা শিশুটির আত্মীয় স্বজনের সাহায্য নেওয়া যায়।

৪) যেখানে সম্ভব হবে, শিশুটির কথাবার্তা অডিও / ভিডিও মারফৎ সংগ্রহ করে রাখতে হবে।(২৬ ধারা)

## ৪০। শিশুটির ডাক্তারী পরীক্ষার কি নিয়মকানুন আছে?

উঃ যে শিশুটির উপর যৌন অত্যাচার, অক্রমণ ইত্যাদি হয়েছে, তাকে ফৌজদারী কার্যক্রমের ১৬৪(ক) ধারা অনুযায়ী ডাক্তারী পরীক্ষা করাতে হবে। যদি শিশুটি কন্যা / মেয়ে হয়, তবে তাঁকে একজন মহিলা ডাক্তার দ্বারা পরীক্ষা করাতে হবে। শিশুটির পিতামাতা বা শিশুটি যার উপর আস্থাভাজন বা বিশ্বাস করে তাঁর সামনে পরীক্ষাটি হবে। যদি সেরকম কাউকে পাওয়া না যায়, তবে ঐ হাসপাতালের চিকিৎসা কেন্দ্রের প্রধান যে মহিলাকে মনোনীত করেন তা সামনে শিশুটির ডাক্তারী পরীক্ষা করতে হবে।(২৭ ধারা)

## ৪১। 'বিশেষ আদালত' বলতে কি বোঝায়?

উঃ এই সংক্রান্ত অপরাধের দ্রুত বিচারের জন্য রাজ্য সরকার ঐ এলাকার হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতির সম্মতিক্রমে প্রতিটি জেলায় একটি দায়রা আদালতকে বিশেষ আদালত হিসাবে চিহ্নিত করবেন। যেখানে এর বিচার হবে, এ মর্মে সরকারী ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞপ্তি জারী করতে হবে। অবশ্য প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট ২০০৫ এর আইনে যদি কোন বিশেষ আদালত হয়ে থাকে বা অন্য কোন আইনে এই উদ্দেশ্যে আদালত হয়ে থাকে তবে সেই আদালতে বিশেষ আদালত হিসাবে চিহ্নিত করা যাবে, ঐ আদালতেই আসামীর চার্জ গঠন হবে এবং বিচার হবে। ঐ বিশেষ আদালত যৌন অপরাধ সংক্রান্ত যে সমস্ত কাগজত্র, ছবি, প্রকাশিত হয়েছে বা বৈদ্যুতিন মাধ্যমে, অনলাইনে প্রকাশিত / প্রদর্শিত হয়েছে, তা তথ্য প্রযুক্তি আইন ২০০০ এর ৬৭(খ) ধারা অনুযায়ী বিচার হবে।(২৮ ধারা)

**৪২। এই আইনে প্রাক্-প্রত্যয় (Presumption) কোথায় ঘটে ?**

উঃ যদি কোন আসামী ৩, ৫, ৭ এবং ৯ ধারায় অভিযুক্ত হয় বা ঐ ধরনের অপরাধ সংঘটিত করার প্রচেষ্টা নেয় বা ঐ অপরাধগুলি করার জন্য কাউকে প্রত্যোৎসাহ প্রদান করেন, তবে বিশেষ আদালত ঐ আসামী সম্বন্ধে প্রাক্-প্রত্যয় (প্রাক্-প্রত্যয় বলতে বোঝায় কিছু কিছু বিষয় যা ঘটনাপ্রবাহ থেকে আগে থাকতে অনুমান করে নেওয়া হয়) করে নেবেন যে তিনি অপরাধটি সংঘটিত করেন, প্রচেষ্টা করেন বা কাউকে উৎসাহ প্রদান করেন, যতক্ষণ না বিপরীতটি প্রমাণিত হয়। (২৯ ধারা)

**৪৩। এই আইনে আর কোন বিষয়ে প্রাক-প্রত্যয় করা যায় কি ?**

উঃ এই আইনে বিশেষ আদালত আসামীর সম্বন্ধে এই প্রাক্-প্রত্যয় করে নেবেন যে আসামীর একটি দোষাবহ মানসিক অবস্থা আছে। কিন্তু এক্ষেত্রে আসামী বিষয়টি প্রমাণের দ্বারা খন্ডন / বাতিল করবেন যে তার কোনরূপ দোষাবহ (অপরাধ করার মত) মানসিক অবস্থা ছিল না। তবে এক্ষেত্রে তখন এটা প্রমাণের প্রয়োজন হবে যখন বিশেষ আদালত সন্দেহাতীত ভাবে বিশ্বাস করবেন আসামীর দোষাবহ মানসিক অবস্থার কথা। শুধুমাত্র সম্ভাব্য ক্ষেত্রে এ ধরনের প্রমাণের প্রয়োজন নেই। (৩০ ধারা)

**৪৪। 'দোষাবহ (অপরাধ করার মতন) মানসিক অবস্থা' (Culpable Mental State) বলতে কি বোঝায় ?**

উঃ আসামীর 'দোষাবহ (অপরাধ করার মতন) মানসিক অবস্থা' বলতে বোঝায় সংশ্লিষ্ট অপরাধটি করার অভিপ্রায় / মতলব তাঁর আছে এবং এ সংক্রান্ত কোন জ্ঞান / তথ্যটিকে তিনি বিশ্বাস করেছেন বা তা বিশ্বাস করার কারণ আছে।

**৪৫। উক্ত আইনটির কার্যক্রম কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হবে ?**

উঃ ফৌজদারী কার্যক্রম, প্রক্রিয়া, ১৯৭৩ (৩১ ধারা)

**৪৬। 'বিশেষ সরকারী অভিশংসক' (Special Public Prosecutor) কোথায় নিযুক্ত হবে ?**

উঃ প্রতিটি বিশেষ আদালতে সরকারী ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে বিশেষ সরকারী অভিশংসক নিযুক্ত হবেন।

যদি কোন উকিল সাত বছরের অধিক পেশার সাথে যুক্ত থাকেন তবে তিনি বিশেষ সরকারী অভিশংসক পদের জন্য যোগ্য হবেন। এই আইনে যাদের বিশেষ সরকারী অভিশংসক হিসাবে নিযুক্ত করা হবে তারা ফৌজদারী কার্য প্রক্রিয়ায় ২ ধারা অনুযায়ী সরকারী অভিশংসকের মর্যাদা পাবেন। (৩২ ধারা)

### ৪৭। বিশেষ আদালতের কার্যপ্রক্রিয়া এবং ক্ষমতা কিরূপ?

উঃ পুলিশের প্রতিবেদনের উপর ভিত্তি করে বা কোন অভিযোগ প্রাপ্ত হলে কোন আসামীর বিরূদ্ধে তখন উকিল বিশেষ আদালতের সামনে শিশুটিকে কিছু প্রশ্ন করবেন বা তার জেরা করবেন বা পুনঃপরীক্ষা করবেন। প্রয়োজন হলে, বিচারের সময় কিছুটা বিরতি দিয়ে দিয়ে প্রশ্ন করা হবে। বিচারের সময় শিশুটির পিতামাতা, অভিভাবক, বন্ধু, আত্মীয়স্বজনকে আদালতে উপস্থিত থাকার ব্যবস্থা করবেন যাতে বন্ধু সুলভ পরিবেশ থাকে। শিশুটিকে বারংবার পরীক্ষা করা যাতে না হয় সে ব্যাপারে বিশেষ আদালত খেয়াল রাখবেন, বিশেষ আদালত এদিকে নজর দেবেন যে বিচারের সময় শিশুটির মর্যাদা হানিকর বা চরিত্র হানিকর বা আক্রমণাত্মক কোন প্রশ্ন যেন না করা হয়। বিশেষ আদালত আরো নজর দেবেন যে শিশুটির পরিচয় যেন তদন্তকালীন বা বিচারের পর্যায়ে ঘোষিত না হয়। পরিচয় বলতে বোঝায় শিশুটির পরিবারের নাম, ধাম, বিদ্যালয়, আত্মীয় স্বজন, প্রতিবেশীদের তথ্য যার থেকে শিশুটির পরিচয় প্রকাশ পায়। বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে বিশেষ আদালত অপরাধীকে দন্ড দেওয়া ছাড়া তাকে শিশুটির দৈহিক বা মানসিক ক্ষতের জন্য বা শিশুটির পুর্নবাসনের জন্য ক্ষতিপূরণ প্রদানের কথা বলতে পারেন। যে কোন দায়রা আদালতের যে ক্ষমতা ফৌজদারী কার্য প্রক্রিয়া ১৯৭৩ অনুযায়ী আছে, এক্ষেত্রে বিশেষ আদালতের তদ্রুপ ক্ষমতা আছে। (৩৩ ধারা)

### ৪৮। শিশুটি কোন আইন দ্বারা পরিচালিত হবে?

উঃ কোন শিশু যদি উক্ত আইনে অপরাধ করেন তবে তাঁকে শিশু অপরাধ বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা আইন ২০০০ দ্বারা পরিচালিত হবে। (৩৪ ধারা)

### ৪৯। শিশুটির বয়স কে নির্বাচন করবে?

উঃ যদি বিচার চলাকালীন এরূপ প্রশ্ন ওঠে যে শিশুটির বয়স কত - তাহলে বিশেষ আদালত এ ব্যাপারে সন্তুষ্ট হয়ে তার কারণ উল্লেখ করে বয়সটি সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে আসবেন।

৫০। **পরবর্তীকালে অন্য কোন প্রমাণপত্র দাখিলের মাধ্যমে বিশেষ আদালতের সিদ্ধান্তটিকে বাতিল করা যায় ?**

উঃ বিশেষ আদালত বয়সের ব্যাপারে যে সিদ্ধান্তে এসেছেন তা অগ্রাহ্য করা যাবে না। (৩৪ ধারা)

৫১। **অপরাধটি প্রগাহ্য হবার কত দিনের মধ্যে শিশুটির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে ?**

উঃ ৩০ দিনের মধ্যে, দেরী হলে বিশেষ আদালত তার কারণ উল্লেখ করবেন। (৩৫ ধারা)

৫২। **কতদিনের মধ্যে বিচারপর্ব সম্পূর্ণ করতে হবে ?**

উঃ অপরাধটি প্রগাহ্য (অপরাধটি আদালতের গোচরে আসা) হওয়া থেকে এক বছরের মধ্যে। (৩৫ ধারা)

৫৩। **শিশুটির সাক্ষ্য গ্রহণের সময় বিশেষ আদালত (Special Court) কোন বিষয়ে খেয়াল রাখবেন ?**

উঃ আসামীর সহিত শিশুটির যেন সাক্ষাৎ না হয়। বিশেষ আদালত শিশুটির কথা শুনবেন, প্রয়োজনে তাঁর উকিলবাবুর সাথেও কথা বলবেন। এজন্য বিশেষ আদালত ভিডিও কনফারেন্সিং বা দর্পণের মাধ্যমে, বা পর্দা আড়াল করে বা অন্য কোনভাবে শিশুটির সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। (৩৬ ধারা)

৫৪। **সাক্ষ্য গ্রহণ প্রক্রিয়াটি কেমন হবে ?**

উঃ শিশুর পিতামাতা বা আস্থাভাজন (যার প্রতি বিশ্বাস / ভরসা করা যায়) কারোর সামনে এবং বদ্ধকক্ষে (আসামী এবং শিশুটির সাথে যুক্ত উকিলবাবু / প্রতিনিধি ছাড়া কক্ষের বিচারক / আদালত কর্মচারী ছাড়া আর কোন অবাঞ্ছিত লোক সেখানে থাকবে না) সাক্ষ্য গ্রহণ করবেন। বিশেষ আদালত যদি মনে করেন তবে আদালতের বাইরে অন্য কোথাও কমিশন নিযুক্ত করে সাক্ষ্য গ্রহণ করাতে পারেন, সেক্ষেত্রে ফৌজদারী কার্য প্রক্রিয়ার ২৮৪ ধারা মেনে নিতে হবে। (৩৭ ধারা)

৫৫। **শিশুটির মাতৃভাষা যদি আদালতের ভাষা না হয় তাহলে কি হবে ?**

উঃ সেক্ষেত্রে অনুবাদক বা ব্যাখ্যাকারকের সাহায্য নিয়ে শিশুটির সাক্ষ্য গ্রহণ করতে হবে। শিশুটি যদি দৈহিক বা মানসিক প্রতিবন্ধী হয়, সেক্ষেত্রে এ বিষয়ে বিশেষ অভিজ্ঞতা সম্পন্ন মানুষের সাহায্য নিয়েই সাক্ষ্য গ্রহণ করতে

হবে। অনুবাদক, ব্যাখ্যাকারক, বিশেষ অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তিকে এ ব্যাপারে প্রয়োজনীয় অর্থ / ফি হিসাবে দিতে হবে।(৩৮ ধারা)

**৫৬। শিশুটির প্রাক্ বিচার এবং বিচার পর্বে কাদের থেকে সাহায্য / সহায়তা নেওয়া যেতে পারে?**

উঃ রাজ্য সরকার বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান, পেশাদারী ব্যক্তিত্ব, অভিজ্ঞ ব্যক্তিদের কাছ থেকে যারা মনস্তত্ত্ব, সমাজ বিজ্ঞান, দৈহিক ও মানসিক স্বাস্থ্য, শিশুবিকাশ সম্বন্ধে জ্ঞান আছে তাদের কাছ থেকে সহয়তা নিতে পারেন।

(৩৯ ধারা)

**৫৭। শিশুটি কি আইনি সহায়তা পাবে?**

উঃ জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষ শিশুটির পিতামাতাকে একজন আইনজীবি দিয়ে সাহায্য করবেন এবং মামলার সমস্ত খরচ বহন করবেন।

**৫৮। জনগণের কাছে এই আইনটি সম্বন্ধে সচেতনতা বৃদ্ধির জন্য কি করা উচিত?**

উঃ কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য সরকার সমস্ত প্রকার প্রচারমাধ্যমের মারফৎ যথা সংবাদপত্র, দূরদর্শন, রেডিও মারফৎ নির্দিষ্ট সময়ের ব্যবধানে এ বিষয়ে সাধারণ নাগরিক এবং শিশু ও অভিভাবকদের কাছে আইনটি প্রচার প্রয়োজন। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের আধিকারিক, পুলিশ আধিকারিকদের কাছে এই আইনের প্রশিক্ষণ দেওয়া প্রয়োজন।(৪৩ ধারা)

# শিশুদের যৌন অপরাধ থেকে সুরক্ষা আইন, ২০১২

## The Protection of Children from Sexual Offences Act, 2012

### ২য় পর্যায় / 2nd Part

ইতিপূর্বে উক্ত আইনটি ৫৮টা প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে আলোচিত হয়েছে। এই দ্বিতীয় পর্যায়ে উক্ত আইনের আরো কিছু উল্লেখযোগ্য বিষয় আলোচিত হল।

১। যদি শিশুটির পিতামাতা বা অভিভাবকের অনুমতি নিয়ে তার ডাক্তারী পরীক্ষা বা চিকিৎসা করানো হয় তবে এই আইনের ৩ থেকে ১৩ ধারাগুলি কি শিশুটির ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে?

উঃ না।(৩ থেকে ১৪ ধারাগুলি ইতিপূর্বে আলোচিত হয়েছে)

২। যদি কেহ উক্ত আইনের কোন ধারায় অপরাধ করেন এবং দেখা যায় যে ভারতীয় দন্ডবিধির নিম্নোক্ত যে কোন ধারায় তিনি অপরাধী সাব্যস্ত হয়েছেন অর্থাৎ ১৬৬ক / ৩৫৪ক / ৩৫৪খ / ৩৫৪গ / ৩৫৪ঘ / ৩৭০ / ৩৭০ক / ৩৭৫ / ৩৭৬ / ৩৭৬ক / ৩৭৬গ / ৩৭৬ঘ / ৩৭৬ঙ / ৫০৯ - সেক্ষেত্রে তার শাস্তির পরিমাণ কি ভাবে নির্ধারিত হবে?

উঃ যে ধারায় শাস্তির পরিমাণ বেশী সেটাই কার্যকরী হবে।(৪২ ধারা)

৩। যদি উক্ত আইনের সাথে অন্য কোন আইনের কোন ধারার সাথে অসঙ্গতি দেখা যায়, তবে কোন আইনটি কার্যকরী হবে?

উঃ উক্ত আইনটি কার্যকরী হবে।(৪২-ক ধারা)

৪। উক্ত আইনটি যথোপযুক্তভাবে কার্যকরী হচ্ছে কিনা তা দেখাশোনার ভার কোন আইন দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হয়?

উঃ কমিশনস্ ফর প্রোটেকশন অফ চাইল্ড রাইটস অ্যাক্ট, ২০০৫ (CPCR - Commission for Protection of Child Rights)

**৫। এই আইন বলে কি কি কমিশন গঠিত হয়েছে?**

উঃ জাতীয় কমিশন (শিশুদের অধিকার সুরক্ষা) (NCPCR - National Commission for Protection of Child Rights), রাজ্য কমিশন (শিশুদের অধিকার সুরক্ষা) (SCPCR - State Commission for Protection of Child Rights)।(৪৪ ধারা)

উক্ত দুইটি কমিশন শিশুদের অধিকার সুরক্ষার বিষয়টি যথোচিত ভাবে পালন হচ্ছে কিনা সে বিষয়ে নজরদারী করেন।

**৬। উক্ত কমিশনদ্বয়ের তদন্তের ক্ষমতা কিরূপ?**

উঃ আইনের যাবতীয় ক্ষমতা ঐ কমিশনদ্বয়ের উপর প্রযোজ্য।

**৭। উক্ত কমিশনদ্বয় তাদের বার্ষিক প্রতিবেদন কিভাবে জমা দেবেন?**

উঃ আইনের ১৬ ধারা অনুযায়ী।৪৪(৩) ধারা

**৮। উক্ত আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলী কার প্রস্তুত করার ক্ষমতা আছে এবং তা কিভাবে হবে?**

উঃ কেন্দ্রীয় সরকার সরকারী ঘোষণাপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের মাধ্যমে উক্ত আইনের নিয়মাবলী প্রস্তুত করবেন। প্রতিটি নিয়মাবলী সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করতে হবে।(৪৫ ধারা)

**৯। যদি উক্ত আইনটি প্রয়োগ করতে গেলে কোন অসুবিধার সম্মুখীন হতে হয়, তাহলে কি হবে?**

উঃ সেক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় সরকার ঘোষণাপত্রের মাধ্যমে এমন কিছু আদেশ দেবেন যা প্রয়োজনীয় বা অসুবিধা দূরীকরণের জন্য যথোপযুক্ত।অবশ্য ঐ আদেশটি সংসদের প্রতিটি কক্ষে পেশ করতে হবে।(৪৬ ধারা)

**১০। উক্ত আইনে অসুবিধার বিষয়সকলকে ঘিরে আদেশটি কতদিনের মধ্যে প্রয়োগ করতে হবে?**

উঃ আইনটি চালু হবার দু বছরের মধ্যে।

১১। বিশেষ আদালতের কার্যকলাপ চালু রাখার জন্য উক্ত আইনটির সাথে আর কোন্ কোন্ আইনের সহায়তা প্রয়োজন হতে পারে?

উঃ (ক) তথ্য প্রযুক্তি আইন, ২০০০ এর ৬৭খ ধারা।

(খ) ফৌজদারী আইন সংশোধিত, ২০১৩ যা ৩/২/২০১৩ থেকে প্রযোজ্য।

(গ) সাক্ষ্য আইনের ৫৩ক/১১৪ক/১১৯ক/১৪৬ ধারা।

(ঘ) ভারতীয় দন্ডবিধির ১৬৬ক/ ৩৫৪ক/ ৩৫৪খ/ ৩৫৪গ/ ৩৭০/ ৩৭০ক/ ৩৭৫/ ৩৭৬/ ৩৭৬ক/ ৩৭৬গ/ ৩৭৬ঙ/ ৫০৯।

(ঙ) শিশু অপরাধ বিচার (শিশুদের যত্ন ও সুরক্ষা) আইন ২০০০ সংশোধন সহ। প্রয়োজন হলে উক্ত আইনগুলির সংশ্লিষ্ট ধারাতে কি বলা হয়েছে তা পৃথকভাবে দেওয়া যেতে পারে।

১২। আক্রান্ত শিশুটির ডাক্তারী পরীক্ষার আগে কি অভিযোগপত্র বা এফ.আই. আর. হওয়া দরকারী?

উঃ ফৌজদারী কর্মবিধির ১৬৪ ধারা অনুযায়ী ডাক্তারী পরীক্ষা করতে গেলে সমস্ত তথ্য জানা হয়ে যাবে। ডাক্তারী পরীক্ষা আগে না হলে তথ্য সকল পাওয়া যাবে না।

১৩। শিশুটির বক্তব্য / জবানবন্দী কি সর্বদাই অডিও ভিডিও মারফৎ নিতে হবে?

উঃ যেখানে সম্ভব হবে, সেখানে নিতে হবে। ২৬ (৪) ধারা

১৪। অনুবাদক / ব্যাখ্যাকারক / বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তির সাহায্য নিতে গেলে কি তাকে প্রদেয় ফি দিতে হবে?

উঃ রাজ্য সরকার বা জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট প্রদেয় ফি প্রদান করবে। ২৬ (২) ধারা

১৫। উক্ত অনুবাদক / ব্যাখ্যাকারক / বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ব্যক্তিরা আইনের কোন বিধান দ্বারা পরিচালিত হবেন?

উঃ ক) ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের ১২৬ / ১২৭ ধারা

খ) ফৌজদারী দন্ড প্রক্রিয়ার ২৮২ ধারা

গ) শিশু অপরাধ বিচার আইন ২০০০ এর ৬১ ধারা

প্রয়োজনে উক্ত আইনগুলির সংশ্লিষ্ট ধারা সকল আলাদাভাবে লিখে দিতে হবে।

১৬। শিশুটির বক্তব্যটি ভিডিও রেকর্ডিং করা কেন প্রয়োজন?

উঃ ক) সংবাদটির যথার্থতা এবং বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জনের জন্য

খ) সংবাদটির গুণগত মান বৃদ্ধির জন্য

গ) প্রয়োজনীয়তা

ঘ) বক্তব্যের স্বচ্ছতা-সত্যতা প্রকাশের জন্য

১৭। কোন সংবাদমাধ্যম কি শিশুটিকে জিজ্ঞাসাবাদ করতে পারে?

উঃ ২৩ ধারাটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে।

১৮। কোন সংস্থার / প্রতিষ্ঠানের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও, সেখানে উক্ত আইন বর্ণিত কোন অপরাধ সংঘটিত হল তা ১৯(১) ধারা অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট থানায় না জানালে তার কি শাস্তি হবে?

উঃ এক বছর পর্যন্ত কারাদন্ড এবং জরিমানা। ২১(২) ধারা

১৯। কোন শিশুর সামনে উক্ত আইনের কোন অপরাধ সংঘটিত হলে এবং শিশুটি তা কাউকে না জানালে সে কি শাস্তি পাবে?

উঃ না। ২১(৩) ধারা

২০। যেখানে স্পেশাল জুভেনাইল পুলিশ ইউনিট নেই, সেখানে কার কাছে তথ্য পরিবেশন করতে হবে?

উঃ স্থানীয় থানায়।

২১। যদি কেউ সহজ সরল বিশ্বাসে কোন তথ্য পরিবেশন করে তবে তার উপর কি কোন দেওয়ানী / ফৌজদারী দায়বদ্ধতা এসে পড়বে?

উঃ না। ১৯(৭) ধারা

২২। **শিশুটিকে অশ্লীল কাজে ব্যবহার / অসৎভাবে প্রদর্শন যা ১৩ ধারায় বলা হয়েছে, সেক্ষেত্রে অসভ্য প্রদর্শনিটি কিরূপ ?**

উঃ ১৩ ধারাটি ইতিপূর্বে বলা হয়েছে যেখানে অশ্লীল / অসভ্য প্রদর্শনিটি ব্যাখ্যা করা হয়েছিল। প্রয়োজনে ভারতীয় দন্ডবিধির ২৯৩ / ২৯৪ ধারাটি আলাদাভাবে দেওয়া যেতে পারে।

২৩। **ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ / ৫০৯ ধারার সাথে উক্ত আইনের ৭ ধারায় বর্ণিত 'যৌন আক্রমণ' কি সমার্থক ?**

উঃ না। নারীজাতির সম্ভ্রম রক্ষার্থে ভারতীয় আইনটি কার্যকরী। কিন্তু উক্ত আইনটি শিশু অপরাধের সাথে যুক্ত যেখানে শারীরিক স্পর্শের বিষয়টি রয়েছে। প্রয়োজনে ভারতীয় দন্ডবিধির ৩৫৪ / ৫০৯ ধারাটি আলাদাভাবে দেওয়া যেতে পারে।

২৪। **উক্ত আইন সংক্রান্ত নিয়মাবলীকে সংক্ষেপে কি বলা হয় ?**

উঃ The Protection of Children from Sexual Offences Rules, 2012

২৫। **উক্ত নিয়মাবলী কবে থেকে কার্যকর হয়েছে ?**

উঃ ১৪ / ১১ / ২০১২

২৬। **DCPU বলতে কি বোঝায় ?**

উঃ জেলা শিশু সুরক্ষা ইউনিট।

২৭। **এক্সপার্ট / বিশেষজ্ঞ বলতে কাদের বোঝায় ?**

উঃ যারা মানসিক স্বাস্থ্য, শিশু বিকাশ, ঔষধ বা তৎসংক্রান্ত বিভাগে পারদর্শী / প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এবং যারা অসমর্থ / আতঙ্কগ্রস্থ শিশুদের সাথে কথাবার্তা চালিয়ে যেতে পারেন।

২৮। **সাপোর্ট বা সহযোগী ব্যক্তি বলতে কাদের বোঝায় ?**

উঃ চাইল্ড ওয়েলফেয়ার কমিটির দ্বারা মনোনীত ব্যক্তি যারা উক্ত আইনে মামলাটির তদন্ত এবং বিচার চলাকালীন পর্যায়ে শিশুটিকে বিভিন্নভাবে সাহায্য-সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দেবেন।

**২৯। 'বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত' বলতে কাদের বোঝায় ?**

উঃ যারা সংবাদ আদান প্রদান বিষয়ে বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত বিশেষ করে সেইসব শিশুদের ক্ষেত্রে যারা শারীরিক / মানসিক দিক থেকে অসমর্থ, যাদের বিকাশের পথে বাধা আছে ইত্যাদি।

**৩০। উক্ত আইনের ৩৩(৮) ধারা অনুযায়ী ক্ষতিপূরণ প্রদানের বিষয়টি বিশেষ আদালত কিভাবে সম্পন্ন করবেন ?**

উঃ ৩৫৭ ক (২) এবং (৩) ধারা (ফৌজদারী কার্যবিধি) অনুযায়ী হবে।

**৩১। কতদিনের মধ্যে সেই ক্ষতিপূরণের টাকা রাজ্য সরকারকে দিতে হবে ?**

উঃ ৩০ দিনের মধ্যে।

**৩২। আপদকালীন চিকিৎসা পরিষেবা / যত্ন বলতে কি বোঝায় ?**

উঃ আক্রান্ত শিশুটির উপর ৩, ৫, ৭ এবং ৯ ধারা অনুযায়ী অপরাধ সংঘঠিত হলে ২৪ ঘন্টার মধ্যে তাঁকে নিকটতম হাসপাতাল / চিকিৎসাকেন্দ্রে আপদকালীন পরিষেবার জন্য আনতে হবে।

**৩৩। বিশেষ আদালত ক্ষতিপূরণ নির্ধারণের সময় কি কি বিষয় খেয়াল করবেন ?**

উঃ
১) অপরাধের প্রকৃতি, শারীরিক এবং মানসিক ক্ষত / অত্যাচার কতটা হয়েছে শিশুটির প্রতি।
২) চিকিৎসা খাতে কত টাকা ব্যয় হয়েছে।
৩) কতদিন বিদ্যালয়ে অনুপস্থিত হয়েছে এবং শিক্ষার সুযোগ কতটা হারিয়েছে।
৪) কর্মসংস্থানের সুযোগ কতটা নষ্ট হয়েছে।
৫) অপরাধের সাথে শিশুটির সম্পর্ক।
৬) ঘটনাটি কি একবার ঘটেছে বা একাধিকবার ঘটেছে।
৭) শিশুটি কি গর্ভবতী হয়ে পড়েছে এই অপরাধের জন্য।
৮) ঐ অপরাধের জন্য শিশুটি কি HIV আক্রান্ত হয়েছে।
৯) অপরাধের ফলে শিশুটি কতটা শারীরিকভাবে অসমর্থ হয়ে পড়েছে।

১০) শিশুটির আর্থিক অবস্থা বিচার, পুনর্বাসনের বিষয়টি নজর দেওয়া।

১১) শিশুটি কি STD (Sexually Transmitted Disease) রোগ দ্বারা আক্রান্ত হয়েছে।

১২) অন্য যে কোন বিষয় যা গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়।

৩৪। NCPCR (The National Commission for Protection of Child Rights) / SCPCR (The State Commission for Protection of Child Rights) কি ধরনের খবর সংগ্রহ করতে পারেন ?

উঃ ১) উক্ত আইনে কতগুলি অপরাধ হয়েছে এবং তাদের বিবরণ।

২) উক্ত আইন / নিয়মাবলীতে যা বলা হয়েছে তা ঠিক মতন মানা হচ্ছে কিনা।

৩) আক্রান্ত শিশুটির যত্ন / সুরক্ষা / চিকিৎসা ঠিক মতন হয়েছে কিনা।

৪) শিশুটির যত্ন / সুরক্ষার ব্যাপারে CWC বক্তব্য শোনা।

৩৫। NCPCR (The Natioal Commission for Protection of Child Rights) / SCPCR (The State Commission for Protection of Child Rights) প্রয়োজনে CWC র কাছ থেকে নির্দিষ্ট কোন অপরাধের ক্ষেত্রে প্রতিবেদন চাইতে পারেন ?

উঃ হ্যাঁ।

৩৬। NCPCR (The Natioal Commission for Protection of Child Rights) / SCPCR (The State Commission for Protection of Child Rights) কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দেখাশোনা তদারকি করতে পারেন ?

উঃ বিশেষ আদালতের পদ, বিশেষ সরকারী অভিশংসকের পদ এবং নিয়োগ সংক্রান্ত ব্যাপারে রাজ্য সরকারের সাথে আলোচনা, উক্ত আইনের ৩৯ ধারা অনুযায়ী নীতি-নির্দেশিকা প্রস্তুত করা। পুলিশ এবং অন্যান্যদের প্রশিক্ষণের জন্য ব্যবহৃত পাঠ্যক্রম দেখাশোনা / তত্ত্বাবধান করা। বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে উক্ত আইনটিকে নিয়মিতভাবে তুলে ধরার বিষয়টি ....ইত্যাদি।

### ৩৭। আপদকালীন চিকিৎসা পরিষেবার মধ্যে কি পড়ে ?

উঃ ১) আক্রান্ত শিশুটির সমস্ত প্রকার ক্ষত / কেটে যাওয়া / আঘাত পাওয়া এমনকি গোপনাঙ্গের ক্ষত'র চিকিৎসা।

২) STD (Sexually Transmitted Disease) দ্বারা আক্রান্ত হলে তার যত্ন ও চিকিৎসা।

৩) HIV দ্বারা আক্রান্ত হলে তার যত্ন ও চিকিৎসা।

৪) গর্ভবতী হবার সম্ভাবনা আছে কিনা তা দেখা এবং প্রয়োজনে শিশুটির পিতামাতা / অভিভাবকের সঙ্গে আলোচনা।

৫) মানসিক চিকিৎসা / পরামর্শ প্রদানের ব্যবস্থা করা।

# বিভিন্ন প্রকার অপরাধ এবং তার শাস্তিসমূহ

| | অপরাধের প্রকৃতি | সংশ্লিষ্ট ধারা | শাস্তির পরিমাণ |
|---|---|---|---|
| ১। | ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ (Penetrative Sexual Assault) | ৩, ৪ ধারা | সাত বছরের কারাদন্ড যা বেড়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা হতে পারে। |
| ২। | তীব্রতর ভেদনক্ষম যৌন আক্রমণ (Aggravated Penetrative Sexual Assault) | ৫, ৬ ধারা | কমপক্ষে দশ বছর সশ্রম কারাদন্ড যা বেড়ে যাবজ্জীবন কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা হতে পারে। |
| ৩। | যৌন অপরাধ (Sexual Assault) | ৭, ৮ ধারা | কমপক্ষে তিন বছর সশ্রম কারাদন্ড যা বেড়ে পাঁচ বছর পর্যন্ত হতে পারে তৎসহ জরিমানা। |
| ৪। | তীব্রতর যৌন আক্রমণ (Aggravated Sexual Assault) | ৯, ১০ ধারা | কমপক্ষে পাঁচ বছর সশ্রম কারাদন্ড যা বেড়ে সাত বছর পর্যন্ত হতে পারে তৎসহ জরিমানা। |
| ৫। | যৌন হয়রানি (Sexual Harassment) | ১১, ১২ ধারা | সর্বোচ্চ তিন বছর পর্যন্ত কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা। |
| ৬। | শিশুকে কামোদ্দীপক অশ্লীল উদ্দেশ্যে ব্যবহার করা (পর্নোগ্রাফি) | ১৩, ১৪ ধারা | সর্বোচ্চ পাঁচ বছর পর্যন্ত কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা। ঐ অপরাধ দ্বিতীয় বার করলে, সর্বোচ্চ সাতবছর পর্যন্ত কারাদন্ড তৎসহ জরিমানা। |

# বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬

# The Prohibition of Child Marriage Act, 2006

# প্রেক্ষাপট

ভারতে বাল্যবিবাহের বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ জটিল এক সমস্যা। এর মূলে রয়েছে কিছু সনাতন ধর্মীয় প্রথা এবং কিছু সামাজিক সমস্যা যেমন পণপ্রথা ও লিঙ্গবৈষম্য ইত্যাদি। এখনো এই প্রথা বিক্ষিপ্তভাবে রয়ে গেছে।

বাল্যবিবাহের একটা বড় কারণ মেয়েদের সামাজিক সুরক্ষা। বাবা মায়েরা তাড়াতাড়ি তাঁদের মেয়েদের বিয়ে দিচ্ছেন যাতে মেয়েরা নিরাপদ ও সুরক্ষিত হয়। অনেক বাবা-মা-ই বয়ঃসন্ধি পেরিয়ে গেলে মেয়েদের আর বাড়িতে রাখতে আগ্রহী হয় না। শিশু পাচারকারীরা ঠিক এই সুযোগটাই কাজে লাগাচ্ছে। অনেক ক্ষেত্রে তারা এইসব মেয়েদের বিয়ে করে পরে তাদের গণিকালয়ে বিক্রি করে দিচ্ছে।

তাই ভারতীয় সমাজে বাল্যবিবাহ দীর্ঘকাল ধরেই একটি অভিশাপ হিসাবে রয়েছে। বিশেষ করে পণপ্রথা চালু থাকায় পণের চাহিদা মাত্রাতিরিক্ত ভাবে বাড়তে থাকায় অনেক সময় আর্থিক ভাবে দুর্বল বাবা-মা কন্যাকে বালিকা বয়সেই বিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করেন। কনের বয়স বেড়ে গেলে পণও বেড়ে যায়। কিন্তু এই বাল্যবিবাহ বিশেষ করে বালিকা মেয়েদের নানাধরনের ক্ষতি করে। প্রথমত, নাবালিকা হওয়ায় বিয়ের ক্ষেত্রে তার স্বাধীন মতামতের সুযোগ থাকে না। খুব তাড়াতাড়ি সন্তানের জন্ম হওয়ায় তার স্বাস্থ্য ভেঙ্গে পড়ে, তার শিক্ষাকাল সমাপ্ত হয় না। তার উপার্জনের যোগ্যতা হয় না। স্বাস্থ্যহীনতা, শিক্ষার অভাব, অর্থনৈতিক স্বাধীনতার অভাব তার ব্যক্তিত্বকে সম্পূর্ণ বিকশিত হতে দেয় না। পরনির্ভরশীলতা, আত্মসম্মান বোধহীনতা, কুসংস্কার তাকে ঘিরে ধরে। এই অবস্থা থেকে সমাজকে মুক্ত করার জন্য সমাজ সংস্কারকদের প্রচেষ্টায় ব্রিটিশ আমলেই ১৯২৯ সালে বাল্যবিবাহ নিবারণ আইন প্রণীত হয়। এরপর সেই আইন কয়েক দফা সংশোধনীর মাধ্যমে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন ২০০৬ হিসাবে পাশ হয়েছে। বর্তমানে শেষের আইনটিকে প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে পরিবেশিত করা হল।

১। বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আইন, ২০০৬ [The Prohibition of Child Marriage Act, 2006 (PCMA)] কবে রাষ্ট্রপতির সম্মতি পায় ?

উঃ ১০ই জানুয়ারী, ২০০৭।

২। উক্ত আইনটি (PCMA) কবে থেকে কার্যকরী হয় ?

উঃ ১লা নভেম্বর, ২০০৭।

৩। উক্ত আইনটি কোথায় প্রযোজ্য ?

উঃ একমাত্র জম্মু ও কাশ্মীর রাজ্য ছাড়া, ভারতের সব অংশের নাগরিক, এমনকি দেশের বাইরে বসবাসকারি হলেও এর আওতায় পড়বে।

৪। বাল্যবিবাহ বলতে কি বোঝায় ?

উঃ ক) বাল্যবিবাহ মানে যে বিবাহে পাত্রের বয়স ২১ বছর এবং পাত্রীর বয়স ১৮ বছর পূর্ণ হয়নি।

খ) যদি পাত্র পাত্রীর মধ্যে একজনের বয়স আইন মাফিক না হয়।

৫। উক্ত আইনের তিনটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য কি কি ?

উঃ ক) প্রতিরোধ - Prevention

খ) সুরক্ষা - Protection

গ) অপরাধীদের অভিযুক্তকরণ - Prosecution of offenders

৬। বাল্যবিবাহ কি ধরনের অপরাধ ?

উঃ জামিন অযোগ্য অপরাধ (যে সমস্ত অপরাধের শাস্তি তুলনামূলকভাবে বেশি)।(১৫ ধারা)

৭। এই PCMA আইনে কি কি প্রতিরোধ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে ?

উঃ ক) বাল্যবিবাহকে অপরাধ হিসাবে গণ্য করা হয়েছে।(১৫ ধারা)

খ) এই আইনের বলে প্রতিটি রাজ্য বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক (Child Marriage Prohibition Officer) নিয়োগ করবেন - যারা বাল্যবিবাহ প্রতিরোধ করবে।(১৬ ধারা)

গ) আদালত বাল্যবিবাহকে নিষিদ্ধ করে নিষেধাজ্ঞা বা ইনজাংশন (কোন কিছু করা থেকে বা না করা থেকে আদালতের নির্দেশে কাউকে বিরত করা) জারী করবেন।(১৩ ধারা)

ঘ) সেই নিষেধাজ্ঞা অগ্রাহ্য করে বাল্যবিবাহ হলে, তবে তা বাতিল (বাল্যবিবাহটি কার্যকর হবে না) বলে গণ্য হবে।(১২ / ১৪ ধারা)

ঙ) যারা এই বাল্য বিবাহের অনুষ্ঠানের সাথে যুক্ত, তাদের শাস্তি বলবৎ হবে।(১০ ধারা)

চ) জেলাশাসক এবং বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক - উভয়েই সমাজের মধ্যে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে মানুষকে সচেতন ও উদ্বুদ্ধ করবেন।(১৩ / ১৬ ধারা)

### ৮। এই আইনে কি কি সুরক্ষা দেওয়া হয়েছে?

উঃ ক) বাল্যবিবাহকে বাতিলযোগ্য বিবাহ বলে গণ্য করা হয়েছে এবং প্রয়োজনে ঐ বাল্যবিবাহের পাত্র / পাত্রী উক্ত বিবাহকে বাতিল করতে পারেন।(৩ ধারা)

খ) ঐ বিবাহে পাত্রীর (বালিকার) থাকা এবং ভরনপোষণের বিষয়টি সুনিশ্চিত করা হয়েছে।(৪ ধারা)

গ) বাল্যবিবাহে নিষিদ্ধকরণ আধিকারিককে নিম্নোক্ত ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে -

১) বাল্যবিবাহের ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে সমস্তরকম সাহায্য প্রদান (আইনি সাহায্য ও সামাজিক সুরক্ষা)।

২) আইনি সাহায্য প্রদান।(১৬ ধারা)

৩) বাল্যবিবাহের ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষকে যার যত্ন ও সুরক্ষা প্রয়োজন তাকে শিশুকল্যাণ কমিটির কাছে বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেটের কাছে আনতে হবে।

### ৯। এই আইনে অপরাধীদের অভিযুক্তকরণের ব্যাপারে কি কি ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে?

উঃ ক) প্রাপ্তবয়স্ক কোন ব্যক্তি যদি কোন ১৮ বছরের কম বয়সী বালিকাকে বিবাহ করে তবে তাঁকে শাস্তি পেতে হবে।(৯ ধারা)

খ) ঐ বাল্য বিবাহ যারা করাচ্ছেন / পরিচালনা করছেন / কিংবা প্ররোচনা দিয়েছেন - তাঁদেরকেও শাস্তি পেতে হবে।(১০ ধারা)

গ) যাঁরা ঐ বাল্যবিবাহে কোন প্রকার সহায়তা করেছেন বা অনুমতি দিয়েছেন তারা প্রত্যেকেই শাস্তি পাবেন। (১১ ধারা)

ঘ) কোন পরিস্থিতিতে উক্ত অপরাধের সাথে যুক্ত কোন মহিলাকে শাস্তি হিসাবে জেলে পাঠানো যাবে না, তবে জরিমানা দিতে হবে।(১১ ধারা)

**১০। এই আইনে কোন্ কোন্ কর্তৃপক্ষকে বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণের ব্যাপারে ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে?**

উঃ ক) বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক

খ) জেলাশাসক

গ) প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল / মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট

ঘ) পুলিশ

ঙ) পারিবারিক আদালত

চ) রাজ্য সরকার ঐ বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিককে সাহায্য করার জন্য যাকে মনোনয়ন (অর্থাৎ যাকে মনোনীত / পছন্দ করবেন) করবেন অর্থাৎ পঞ্চায়েতের কোন আধিকারিক, কোন প্রতিষ্ঠিত সমাজসেবী, কোন বেসরকারী সংস্থা বা NGO ইত্যাদি।

**১১। বাল্যবিবাহের প্রতিরোধকল্পে কার কাছে আবেদন জানাতে হবে?**

উঃ ক) নাবালক পাত্র / পাত্রী অথবা তাদের বাবা, মা, অভিভাবক, আত্মীয় বন্ধু, সমাজসেবী প্রতিষ্ঠান স্থানীয় পুলিশের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

খ) বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক বা সমাজ কল্যাণ আধিকারিকের কাছে।

গ) পাত্র-পাত্রী যে অঞ্চলের অধিবাসী বা যে অঞ্চলে বিয়ে হচ্ছে সেই এলাকার জেলা আদালতে বা পারিবারিক আদালতের কাছে।

ঘ) পুলিশ অভিযোগ না নিলে মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট বা প্রথম শ্রেণীর জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে।

ঙ) নাবালক / নাবালিকা সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়ার দু বছরের বেশী বাকি থাকলে যে কোনও সময়ে আদালতের কাছে অভিযোগ জানাতে পারে।

**১২। বাল্যবিবাহের ব্যাপারে কারা কারা অভিযোগ জানাতে পারে?**

উঃ ক) যে কোন ব্যক্তি যার এ ব্যাপারে ব্যক্তিগত খবর জানা আছে।

খ) কোন জায়গায় বাল্যবিবাহ হতে পারে এই মর্মে ধারণা আছে এমন কোন ব্যক্তি।

গ) স্কুল শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, অঙ্গনওয়ারী কর্মী, গ্রামের প্রধান, প্রতিবেশী ইত্যাদি।

ঘ) সেই বালক / বালিকার পিতা-মাতা বা অভিভাবক।

ঙ) বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিক।

চ) কোন বেসরকারী সংস্থা যার এ বিষয়ে তথ্য জানা আছে।

**১৩। বাল্যবিবাহের অভিযুক্ত কারা কারা হবেন?**

উঃ ক) উভয় পক্ষের পিতা-মাতা-অভিভাবক

খ) পুরোহিত

গ) উভয় পক্ষের আত্মীয় স্বজন-বন্ধুরা যারা বিয়েতে প্রস্তুত ছিলেন

ঘ) উভয় পক্ষের প্রতিবেশীরা যারা বিয়েতে প্রস্তুত ছিলেন

ঙ) সমাজের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা বাল্যবিবাহকে অনুমোদন করেছেন। (১১ ধারা)

চ) ঘটক বা অন্য কোন ব্যক্তি যিনি এই বিবাহকে স্থিরীকৃত (বিবাহটি কবে হবে তা ঠিক করেছেন) করেছেন।

ছ) পাত্রপক্ষ যদি তাঁর বয়স ১৮র উর্দ্ধে হয়। (৯ ধারা)

জ) বাল্যবিবাহের সময় অন্যান্য পরিষেবাকারী সংস্থা-যথা ক্যাটারার ইত্যাদি।

১৪। বাল্যবিবাহ কি বাতিলযোগ্য?

উঃ হ্যাঁ প্রয়োজনে এই বিবাহ রদ করা যায়। (৩ ধারা)

১৫। কত দিনের মধ্যে এই বাল্য বিবাহ বাতিল করা যায়?

উঃ সাবালকত্ব প্রাপ্ত হওয়া থেকে দুবছরের মধ্যে। (৩ ধারা)

১৬। সাবালকত্ব প্রাপ্ত হবার আগে কি বাল্য বিবাহ বাতিল করা যায়?

উঃ হ্যাঁ যায়। এক্ষেত্রে নাবালিকার পক্ষে তার অভিভাবক বা ঘনিষ্ঠ বন্ধু বাল্যবিবাহ নিষিদ্ধকরণ আধিকারিকের কাছে আবেদন জানাতে পারেন। (৩ ধারা)

১৭। কোন্ আদালত এই বাল্য বিবাহ বাতিল করতে পারেন?

উঃ জেলা আদালত / পারিবারিক আদালত / প্রধান দেওয়ানী আদালত যিনি বিশেষ ক্ষমতা প্রাপ্ত।

১৮। বাল্যবিবাহ বাতিল হয়ে গেলে পাত্রী কিভাবে খোরপোষ পাবে?

উঃ বিয়ে বাতিলের আদেশ দেওয়ার সময় জেলা আদালত আদেশ দিতে পারেন যে পাত্র পক্ষকে (বর / নাবালক হলে তার বাবা মা অথবা অভিভাবক) পাত্রীর আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত তাকে খোরপোষ দিতে হবে। খোরপোষের পরিমাণ আদালত নির্ধারণ করবেন। খোরপোষ মাসে মাসে বা এককালীন থোক হিসাবে দেওয়া যেতে পারে। আবার বিয়ে না হওয়া পর্যন্ত নাবালিকা পাত্রী কোথায় বসবাস করবে সে সম্পর্কে আদালত নির্দেশ দিতে পারেন। (৪ ধারা)

১৯। বাল্যবিবাহের ফলে সন্তানের জন্ম হলে তার ভবিষ্যত কি হবে?

উঃ বাল্যবিবাহ আদালতের নির্দেশে বাতিল হলেও ঐ বিবাহের ফলে জন্মানো সন্তান সর্বতোভাবে বৈধ। ঐ

সন্তানের কল্যাণ ও স্বার্থের সুরক্ষার জন্য আদালত উপযুক্ত তত্ত্বাবধানের এবং তার খোরপোষের জন্য নির্দেশ দিতে পারেন। (৫ / ৬ নং ধারা)

**২০। সুরক্ষা তত্ত্বাবধান খোরপোষ সংক্রান্ত আদেশনামা কোন্ আদালত পরিবর্তন, সংযোজন, রূপান্তর করতে পারেন?**

উঃ জেলা আদালত। (৭ ধারা)

**২১। কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে বাল্যবিবাহকে আদালত বাতিল বলে ঘোষণা করতে পারেন?**

উঃ ক) এই আইনের ১৩ ধারায় বাল্যবিবাহের উপর নিষেধাজ্ঞা জারী করা সত্ত্বেও বিয়ে হয়েছে। (১৪ ধারা)

খ) যদি কোন নাবালিকাকে তার আইনানুগ অভিভাবকের (Legal Guardian) কাছ থেকে জোর করে, ফুঁসলিয়ে বা প্রবঞ্চনা করে নিয়ে যাওয়া হয়। (১২ ধারা)

গ) যদি কোন নাবালিকাকে বিয়ের উদ্দেশ্যে বা বিবাহের মাধ্যমে তাকে বিক্রী করা হয় বা পাচার করা হয়। (২ ধারা)

WEST BENGAL JUDICIAL ACADEMY

unicef